মধুচন্দ্রিমায় সিটংয়ে বারবিকিউয়ের আগুনে ঝলসে গিয়েছিলেন, দীর্ঘ লড়াইয়ের পর না ফেরার দেশে নিকিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১৯ নভেম্বর ঃ দীর্ঘ আট বছরের প্রেমের পর নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে



মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার নবদম্পতি। কিন্তু হোমস্টে কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতিতে সেই আনন্দযাত্রাই শেষ পর্যন্ত বদলে গেল মর্মান্তিক বিষাদে। দার্জিলিংয়ের সিটংয়ে ক্যাম্পফায়ারের আগুনে ঝলসে যাওয়ার পর দীর্ঘ দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানলেন চোপড়ার বধূ নিকিতা সাহা। বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ আট বছরের সম্পর্কের পর গত জুলাই মাসে সামাজিক মতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন চোপড়ার বাসিন্দা সৌভিক দাস এবং নিকিতা সাহা। বিয়ের পর গত ১৩ সেপ্টেম্বর মধুচন্দ্রিমায় দার্জিলিংয়ের সিটংয়ের একটি হোমস্টেতে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই নবদম্পতি। অভিযোগ, সেদিন রাতে ওই হোমস্টেতে ক্যাম্পফায়ার ও বারবিকিউয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। নবদম্পতি যখন সেখানে ছিলেন, তখন হোমস্টের এক কর্মচারী আগুনের তাপ বাড়ানোর জন্য আচমকা জ্বলন্ত আগুনে থিনার ঢেলে দেন। দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আসতেই আগুন ভয়াবহ আকার নেয় এবং মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। সেই আগুনে গুরুতরভাবে ঝলসে যান নিকিতা। তাঁর শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ পুড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর রক্তাক্ত ও অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় নিকিতাকে উদ্ধার করে প্রথমে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। পরিবার সূত্রে খবর, চার দিন আগে বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিকিতার শারীরিক পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর। নববধূর এই অকালমৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে চোপড়ার দাস ও সাহা পরিবারে। শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন স্বামী সৌভিক দাস। ঘটনার পর থেকেই সিটংয়ের ওই হোমস্টে কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মৃতার পরিবারের দাবি, কোনওরকম সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে জ্বলন্ত আগুনে থিনার ঢালা হয়েছিল, যার মাশুল দিতে হল একটি তরতাজা প্রাণকে। মৃতার জ্যেঠু সুজিত কুমার সাহা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, শুধুমাত্র একটি হোমস্টের গাফিলতির জন্য আমাদের বাড়ির মেয়েটার জীবন অকালে শেষ হয়ে গেল। কোনওরকম নিরাপত্তা ছাড়াই ওই কর্মচারী কীভাবে আগুনে থিনার ঢালার সাহস পেল, তা ভেবেই অবাক হচ্ছি। আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চাই। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হোমস্টে মালিক ও অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন পরিজনেরা।



সেমিনারে জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকের বিধায়ক, ডিডিএ অ্যাডমিন, হর্টিকালচারের ডিন ফ্যাকাল্টি, কেভিকে সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, জলপাইগুড়ি এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বোল্লা রক্ষা কালীপুজো ২৭ নভেম্বর প্রস্তুতি ঘিরে তৎপরতা

রতন দে, বালুরঘাট, ১৯ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষা কালীমাতার বাৎসরিক পুজোকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামী ২৭ নভেম্বর, শুক্রবার রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারের প্রচলিত রীতি মেনে বোল্লা



মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে মূল পুজো। পুজো উপলক্ষ্যে বসবে তিন দিনের মেলা। প্রতিমা নির্মাণ থেকে মন্দির চত্বর সাজানো-সব ক্ষেত্রেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। পুজো ও মেলাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও ভিন জেলা এবং দূরদূরান্ত থেকে ভক্তদের সমাগম হয়। গত ২৩ অক্টোবর শুক্রবার বিজয়া দশমীর পরবর্তী প্রথম শুক্রবারে মন্দির সংলগ্ন জলাশয় থেকে ঢাকঢোল বাজিয়ে তুলে আনা হয় দেবীর কাঠামো। প্রচলিত রীতি মেনে দুধ দিয়ে কাঠামো স্নান করানোর পর লাল কাপড়ে ঢেকে বিশেষ পুজো করেন পুরোহিত। ওই আচার দেখতে মন্দির চত্বরে ভিড় জমান পুণ্যার্থীরা। কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়েই শুরু হয় প্রতিমা নির্মাণের কাজ। বালুরঘাট শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে বালুরঘাট-মালদা সড়কের পাশে বোল্লা গ্রামে অবস্থিত এই মন্দির। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবার এখানে মূল কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। পুজো কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনের মেলায় বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়। এই বছর পুজো উপলক্ষে বিশেষ আকর্ষণ হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির হবে। বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে।

সীমান্তে সোনা পাচার চক্রের মূল পাণ্ডা মালেক শেখ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ নভেম্বর ঃ সীমান্তে সোনা পাচার চক্রের বিরুদ্ধে তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে খোঁজ চালানোর পর অবশেষে এই পাচার চক্রের অন্যতম মূল অভিযুক্ত মালেক শেখকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের বাড়ি পিরোজপুর এলাকায়। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাহুরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত এলাকায় সোনা পাচারের সঙ্গে মালেক শেখের যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই সূত্র ধরেই দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সন্ধানে ছিলেন তদন্তকারীরা। অবশেষে বুধবার পুলিশের অভিযানে ধরা পড়েন তিনি। তাঁর গ্রেপ্তারিকে সোনা পাচার চক্রের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, সীমান্তের ওপারে বা এপারে আরও কোনও পাচারকারী সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারের পদ্ধতি, সোনার উৎস এবং চক্রের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানোর কথা পুলিশের। এই পাচার চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত, এখন সেটাই তদন্তকারীদের কাছে বড় প্রশ্ন।

নোটিস

গণেশ মণ্ডল, পিতা- গৌর চন্দ্র মন্ডল, বাসস্থান ঘুঘু পাড়া, ভট্টনগর, লিলুয়া হাওড়া বিগত 13/03/2023 সালে হাওড়া A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 050202097 নং আমোক্তার দলিল মূলে সঞ্জিত কুমার সাউ পিতা ওম প্রকাশ সাউ, বাসস্থান আশু বোস লেন, হাওড়া ও রিঙ্কু সাউ স্বামী রামস্বরূপ সাউ বাসস্থান শ্যামবাজার কলকাতার নিকট হইতে হাল দাগ 215 ও হাল 11072 এবং 11073 Khatian Kona mouza 3KH জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এ বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে বালি জগাছা B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

নোটিস

গণেশ মণ্ডল, পিতা- স্বর্গীয় গৌর চন্দ্র মন্ডল, বাসস্থান ঘুঘু পাড়া, ভট্টনগর, লিলুয়া হাওড়া ৬/৩/২০২৩ সালে হাওড়া A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 050212558 নং আমোক্তার দলিল মূলে 1) নবকুমার বৈরাগী 2) দেব কুমার বৈরাগী 3) লক্ষ্মীনারায়ন বৈরাগী 4) গোপাল বৈরাগী সকলের পিতা নিরঞ্জন বৈরাগী বাসস্থান ৮০ নং P রোড বেলগাছিয়া, লিলুয়া হাওড়ার নিকট হইতে হাল 580 দাগে ও হাল 1837, 1742, 882, 3836, 4705 চকপাড়া মৌজার মোট 3KH-8 CH জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে বালি জগাছা B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন।

নোটিস

গোপাল চন্দ্র কর্মকার, পিতা- যতীন্দ্রমোহন কর্মকার, বাসস্থান ৩৯ নং বেলগাছিয়া, হাওড়া ও সমীর কুমার বিশ্বাস পিতা শ্রীপতি বিশ্বাস বাসস্থান বালি, ঘোষপাড়া হাওড়া। গত 20/2/1995 সালে হাওড়া D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৯ নং আমোক্তার দলিল বলে শ্রীমতি গৌরিবালা মিত্র স্বামী সুধীর রঞ্জন মিত্র বাসস্থান আনন্দনগর, বালি হাওড়া নিকট হইতে R.S. দাগ নম্বর ২৫৫ ও R.S. খতিয়ান নম্বর ৭৫২ ও চকপাড়া মৌজার সর্বমোট ২৮ শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকলে বালি জগাছা B.L &L.R.O অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

বার্ষিক মেরামত চুক্তি

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ আরএন-এসটি-২৬-২০২৫-২৬-আরটি, তারিখ ঃ ১৬-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ** আরএন-এসটি-২৬-২০২৬-২৭; **কাজের নাম ঃ** রঙিয়া ডিভিশনের ক্রটিপূর্ণ ৪৮ভি এসএমপিএস ব্যাটারি চার্জার এবং এর সংশ্লিষ্ট মডিউলগুলির বার্ষিক মেরামত চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৪৩,৯৩৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১৬,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধ হওয়ার** তারিখ ও সময় **১৫-১২-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং খোলার সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

E-TENDER NOTICE

Labpur Development Block
Labpur, Birbhum
NIeT No: 03/BDO/2026-27

E-Tenders is invited for 2 nos work. Bid submission start-19/11/2026. Ends-04/12/2026. For more details, please visit https://tenders.wb.gov.in or office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Labpur Development Block

NIQs
O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.
WBPWD/EE/JED/ NIQ26/2026-27
Bid submission Start Dates:20/11/2026 10:15 AM, Bid Submission End Dates: 27/11/2026 up to 01.00 PM
For details follow www.pwdwb.in or visit the office.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অমিত নস্কর ও অমৃতা নস্কর, সলপ, জেলা হাওড়া, থানা ও এ্যঃ ডিঃ সাঃ রেজিঃ অফিস ডোমজুড় অন্তর্গত মৌজা মাকড়দহ গ্রামে, জে.এল.নং ৩৪, হাঃ ২০৭২ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ১২৭৬, ১২৭৭ হাঃ ১৩৫৬, ১৩৫৭ নং দাগে, ৩.৪২ শতঃ সম্পত্তি রায়ত প্রভাস কুঃ দাস, পিতা- ৺শৈলেশ মহাশয়ের নিকট হইতে ডোমজুড় অফিসে বুক ১ (৪০৬৩৩৯/২০২২) নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিবড়া নিবাসী আশীষ কুঃ দাস, পিং রামচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া, গত ইং ২৯/০৭/২৬ তারিখে ডোমজুড় অফিসে ৪০৩৩৩০ নং দলিলে খরিদ করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় বি.এল.আর ও তে আবেদন করেন, যদি করো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

Advocate-
SRI APURBA KUMAR GHOSH
HOWRAH JUDGES COURT
MB. No. ৯৮৩১৯৮১২৬০

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ EL/29/76_2026/K/1768, তারিখঃ 17-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 76_2026; **কাজের নামঃ** ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "সিনিয়র ডিই এন/II/ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ঢোলবাজা (ডিএলজেড), গড় বানাইলি (জিবিএন), গোগিপোথিয়া হল্ট (জিপিই), রানিপত্র (আরএনএক্স), হলদিয়াবিহার (এইচওডি), সাতার হল্ট (এসএটিআর), বাঘমারা হল্ট (বিএইচএমএ), মহিয়ার পুর (এমএইচপিআর), কান্তকোশ (কেটিকেএস), কুমারীপুর হল্ট (কেআরএমপি), বাঙ্গালবাড়ী (বিজেওয়াই), বিষানপুর হল্ট (বিএইচএনপি), ধচনা (ডিএইচএনএ), দিল্লি দেওয়ান গঞ্জ (ডিভিজে), ডালিমগাঁও (ডিএলএক্স), দন্ডখোরা (ডিএনকিউ), গোরফার (জিআরআর), ঝিটকিয়া (জেটিকে), ঝাউয়া (জেএইউ), কাচনা (কেএইউ), মানিয়ান (এমআইওয়াইএন), মীনাপুর (এমইএনপি), প্রাণপুর রোড (পিকিউডি) এবং সাহজা হল্ট (এসএজেএইচ)- এ স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ড্রেনের উন্নয়ন"। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২৬,৫৭,২২৮.০০ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৫৩,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১০-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Ghonga Gram Panchayat

PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia (MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149

NOTICE INVITING E-TENDER No. GGP/PRLII/NIT(e)-01/2026-27

Separate Tender is invited by the undersigned from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 10(Ten) nos. different works. Work completion period: 15 Days. Last date of submission of Bid(Online): 27.11.2026 at 02.00 PM. Bid opening date for Technical Proposal (Online) 30.11.2026 at 10.30 AM. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Assistant
Ghonga Gram Panchayat

শীতের আমেজ বাড়তেই বাজারে শুরু হয়েছে লেপ-কম্বল কেনাবেচার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর ঃ শীতের আমেজ বাড়তেই বাজারে শুরু হয়েছে লেপ-কম্বল কেনাবেচার প্রস্তুতি। দোকানে দোকানে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে শীতের



সামগ্রী। অন্যদিকে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে লেপ তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ভিনরাজ্য থেকে আসা কারিগররা। তবে আধুনিক কম্বলের দাপটে দিন দিন কমছে লেপের চাহিদা। আর তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ লেপ তৈরির কারিগরদের। শীতের মরশুম শুরু হতেই জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন লেপ-কম্বলের দোকানে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন পাড়া ও অলিগলিতে ঘুরে বাড়ি বাড়ি লেপ তৈরির কাজ করছেন ভিনরাজ্যের কারিগররা। বছরের এই সময়টাতেই কাজের আশায় জলপাইগুড়িতে আসেন তাঁরা। কিন্তু কারিগরদের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে লেপ তৈরির কাজ অনেকটাই কমে গিয়েছে। বাজারে আধুনিক ও বিভিন্ন ধরনের কম্বল সহজলভ্য হওয়ায় আগের মতো আর লেপ তৈরির অর্ডার মিলছে না। ফলে কমেছে তাঁদের উপার্জনও। এই কাজের উপর নির্ভর করেই সংসার চালাতে হয় তাঁদের। কাজ কমে যাওয়ায় সংসার চালাতে রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবে গত দু'দিনের হালকা বৃষ্টিতে আবহাওয়ায় শীতের আমেজ কিছুটা বেড়েছে। ফলে নতুন করে আশার আলো দেখছেন কারিগররা। তাঁদের আশা, আগামী দিনে তাপমাত্রা আরও কমলে লেপ-কম্বলের চাহিদা বাড়বে। বাড়বে কাজের সুযোগও। সব মিলিয়ে শীতের প্রস্তুতি শুরু হলেও লেপের বাজারে আগের সেই ব্যস্ততা ফিরবে কি না, এখন সেটাই দেখার। আধুনিক কম্বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঐতিহ্যবাহী লেপের বাজার কতটা ঘুরে দাঁড়ায়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন জলপাইগুড়ির লেপ তৈরির কারিগররা।

সামসেরগঞ্জে হেরোইন ও ফেনসিডিল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ নভেম্বর ঃ মাদক কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ফের সাফল্য পেল মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পৃথক দুটি অভিযানে ১৯৭ গ্রাম হেরোইন এবং ৩৩২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করার পাশাপাশি দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে সামসেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ১৯৭ গ্রাম হেরোইন- সহ জামিরুল শেখ (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার সাকারঘাট এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, তিনি ফারাক্কার দিক থেকে ওই হেরোইন নিয়ে আসছিলেন। অন্যদিকে, পৃথক অভিযানে নতুন জালাদিপুর এলাকা থেকে ৩৩২ বোতল ফেনসিডিল-সহ লুতফল শেখ (৬০) নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস এবং এর পিছনে কোনও বড় পাচারচক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু কালনা বইমেলা, চলবে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বই পড়ার আগ্রহ বাড়াতে উদ্যোগ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৯ নভেম্বর ঃ বইপ্রেমীদের জন্য সুখবর! আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে কালনা বইমেলা। শহরের মধুবন এলাকায় আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আট দিন ধরে চলবে এই বইমেলা। ইতিমধ্যেই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বইমেলার দিনক্ষণ ঘোষণা করেন মেলার আহ্বায়ক সুব্রত পাল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৌরী মহারাজ, ইতিহাস গবেষক ও শিক্ষক সুমাল্য দাস- সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত এই বইমেলা এবার ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। প্রতি বছরের মতো এবারও বইপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলাই এই মেলার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মেলার আহ্বায়ক সুব্রত পাল বলেন, বই মানুষের সামাজিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বইয়ের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিশু থেকে কিশোর - কিশোরী, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে যুবসমাজের একটা বড় অংশ মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাঁর কথায়, মোবাইল ফোনের যেমন বেশ কিছু ভালো দিক রয়েছে, তেমনই এর খারাপ দিকও রয়েছে। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের ফলে অনেকেই বই পড়ার অভ্যাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এমনকী মোবাইলের অপব্যবহার অনেককে বিপথেও চালিত করছে। ফলে নতুন প্রজন্ম ক্রমশ বইয়ের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনা এবং নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করে তোলার লক্ষ্যেই এই বইমেলার আয়োজন। অন্যদিকে, পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কালনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতেও একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান সুব্রত পাল। তিনি জানান, কালনায় ১৩১ ফুট উচ্চতার একটি শিবলিঙ্গ গড়ে তোলার কাজও চলতি ডিসেম্বর মাসেই শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কালনার পর্যটন মানচিত্রে নতুন আকর্ষণ যুক্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। সব মিলিয়ে, একদিকে বইয়ের জগতে নতুন প্রজন্মকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ, অন্যদিকে কালনাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনা- দুই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছে কালনা। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে মধুবন এলাকায় শুরু হতে চলা এই বইমেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বইপ্রেমী ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৯ নভেম্বর ঃ মালদার ঐতিহ্যবাহী কোতোয়ালি ভবনের এক দীর্ঘ ও বর্ণময় অধ্যায়ের অবসান ঘটল। প্রয়াত হলেন কোতোয়ালি ভবনের প্রবীণ সদস্য তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরী। মালদার স্থানীয় রাজনীতি ও জনমানসে যিনি 'লেবুবাবু' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বিরানব্বই বছর। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদার রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। মালদার বিখ্যাত খান চৌধুরী পরিবারের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন আবু নাসের খান চৌধুরী। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী প্রয়াত এ বি এ গণি খান চৌধুরী ওরফে বরকত সাহেবের ভাই এবং প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত আবু হাসেম খান চৌধুরী ওরফে ডালুবাবুর দাদা ছিলেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ডালুবাবুর মৃত্যু হয়েছিল। সেই শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই এ বার চিরবিদায় নিলেন লেবুবাবু। উচ্চশিক্ষা এবং কর্মজীবনের একটা দীর্ঘ সময় তিনি সুইজারল্যান্ডে কাটিয়েছিলেন। তবে সুদূর প্রবাসে থাকাকালীনও নাড়ির টান ভোলেননি, মালদার মানুষের সঙ্গে সর্বদা নিবিড় যোগাযোগ রাখতেন তিনি। পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসার পর পরিবারের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ঐতিহ্য মেনেই সক্রিয় রাজনীতি ও জনসেবামূলক কাজে নিজেকে



নিয়োজিত করেন। সম্পর্কে তিনি মৌসম নূর এবং ঈশা খান চৌধুরীর কাকা ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে পরিবারের চিরাচরিত ধারা মেনেই জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরেছিলেন আবু নাসের। দু'হাজার এগারো সালে রাজ্যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পালাবদলের নির্বাচনে মালদার সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। সেই সময় রাজ্যের তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলেছিলেন। দু'হাজার বারো সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস রাজ্য সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ বদলে গেলে দু'হাজার চোদ্দো সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন আবু নাসের খান চৌধুরী। দু'হাজার ষোলো সালের বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুর কেন্দ্র থেকেই তৃণমূলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি। তবে সেই নির্বাচনে নিজের ভাইপো তথা কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন। এরপর থেকে ক্রমবর্ধমান বয়স এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। অত্যন্ত সজ্জন, বিনয়ী ও নির্বিবাদী মানুষ হিসেবে মালদার রাজনৈতিক মহলে দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন লেবুবাবু। কোতোয়ালি ভবনের পাশের পারিবারিক মাজারেই তাঁর মরদেহ শায়িত করা হবে বলে পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে। প্রবীণ এই নেতার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে গোটা পরিবার। গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তাঁর ভাইপো ঈশা খান চৌধুরী। শোকবার্তায় তিনি জানান, অত্যন্ত শোক ও বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমার জ্যেঠু প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডাঃ আবু নাসের খান চৌধুরী আজ সকালে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা, আশীর্বাদ এবং স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের একাধিক নেতৃত্বও প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধতা প্রকাশ করেছেন।

টুলু মণ্ডলের জোড়া মামলা হাইকোর্টে, বাড়ল আইনি তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৯ নভেম্বর ঃ আবার বিপাক